

কমিউনিটি হলের তালা ভেঙ্গে মথ'র বিক্ষেপের সামনে বিজেপি

প্রাতবাদী কলম প্রতিনাথধি, চড়িলাম, ২৯ নভেম্বর।। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর নিয়ে জম্পইজলা ভ্রকের প্রমোদনগর এডিসি ভিলেজে উত্তেজনা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছে যে, ঘর প্রাপ্তির বিষয়টি শেষ পর্যস্ত এখনেই থেমে না থেকে তা বিজেপি বনাম পানান।। বিষয়টি ক্রমেই ক্ষেত্রের আগুন থেকে দাবানলের চেহারা যে নিচে তাও প্রায় পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। বাস্থিত লোকজনেরা এদিন জড়ে। হয়েছিলেন প্রমোদনগর এডিসি ভিলেজে তালা দেবেন বলে। ঘর না পাওয়ার কারণ হিসেবে তারা ভিলেজ কমিটি'কেই



তিপ্পা মাথাৰ মধ্যে সংঘৰ্ষেৰ চেহারা নিয়েছে। যদিও শেষ পর্যন্ত সংঘৰ্ষ বাঁধেনি, কিন্তু বিষয়টি নিয়ে যেকোনও সময়ে দুই দলের মধ্যে সংঘৰ্ষ বৈধে যেতে পারে। এমন আশঙ্কায় কাবু রয়েছে আৱক্ষণ্য প্ৰশাসন। তবে প্ৰমোদনগৱ বাজার এলাকায় থমথমে পৱিষ্ঠিতি বিৱাজ কৰছে সোমবাৰ রাত পৰ্যন্ত। জানা গেছে, প্ৰমোদনগৱ এডিসি ভিলেজ এলাকায় বহু বেনিফিসিয়াৱিৰ রয়েছেন যারা যোগ্য হওয়া সত্ৰেও প্ৰধানমন্ত্ৰী আবাস যোজনাৰ ঘৰ

পুৰোপুৰি দায়ী কৰেছেন। তাৰা যে ভিলেজ কমিটিৰ কাৰ্যালয়ে তালা দিতে পাৱেন এমন খবৰ পৌছে যায় বিজেপি নেতৃত্বেৰ কাছে। সঙ্গে সঙ্গেই তাৰা ঠিক কৰেন এভাৱে তালা দেওয়া ঠিক হবে না। বৰং এদিন বেলা দুইটাতেই প্ৰমোদনগৱ কমিউনিটি হলে একটি হলসভাৱ আয়োজন কৰে বিজেপি। যাৱ পোশাকী নাম দেওয়া হয় পাৰ্টি ক্লাস। আৱ এখানে মাস্টাৰ মশাই হৰেন জন্মপুঁজলা ক্লকেৰ বিএস চেয়াৰম্যান তথা বিধায়ক বীৱেন্দ্ৰ

কিশোর দেববর্মা। সেই মোতাবেক বিজেপি দলের কর্মী-সমর্থকেরা ঘর বংশিত বেনিফিসিয়ারিরা প্রমোদনগর এডিসি ভিলেজের সামনে চলে যান। কিন্তু কমিউনিটি হল ঘরের সামনে গিয়ে তারা দেখতে পান কমিউনিটি হলটি তালা মারা। এরপরই ক্ষেত্রে ফেটে

সবই তারা ছড়ে ফেলে দেন। খবর পেয়ে তিপ্পা মথার জেলা নেতৃত্ব এবং এলাকার নেতারা ছুটে আসেন কমিউনিটি হলের সামনে। তিপ্পা মথার নেতৃত্ব তথা ভিলেজের চেয়ারম্যান প্রণব দেববর্মা, রঞ্জিত দেববর্মা, তিপ্পা মথার সিপাহিজালা জেলার জেলা সভাপতি অমৃত দেববর্মা দলের কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে সোজা প্রমোদনগর বাজারে চলে আসেন। সেখান থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে বাজারে এসে শেষ করেন। এখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মথা নেতৃত্ব বিজেপি নেতাদের তৌর সমালোচনা করেন। বলেন, ভিলেজ কমিটির কাছে রয়েছে হল ঘরের দায়িত্ব। বিজেপি নেতারা ইচ্ছা করলেই ভিলেজ কমিটির সঙ্গে কথা বলে তালা খুলে নিতে পারতেন। তা না করে তারা যেভাবে হল ঘরের তালা ভেঙে ফেলেছেন তা নিয়ে শুধু ক্ষেত্রই প্রকাশ করেননি, প্রকারাস্তের হৃষকিও দিয়েছেন মথা নেতৃত্ব। একসময় পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে চলে যায়, তিপ্পা মথা এবং বিজেপির মধ্যে মুখোযুথি সংঘর্ষের আশঙ্কা দেখা দেয়। যদিও পরে তা নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। তবে যে কোনও সময় বিয়াটিকে কেন্দ্র করে দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছে আরঙ্গা প্রশাসন। ফলে এদিন প্রমোদনগর এলাকায় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে।

ইন্টারন্যাশনাল
ইন্টারনেট
গেটওয়ে চালু

প্রাতবাদী কলম প্রাতানন্দ
কমলপুর, ২৯ নভেম্বর। প্রায় ১
বছর লাগলো আগরতলা দিন
আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট গেটওয়ে
কাজ শুরু হতে। ২০১৫ সালেই ১০
গেটওয়ের জন্য পরিকাঠামো
বসানো হয়েছিল। তারপর :
জিবিপিএস গেটওয়ের গাঙ্গ শে
গেছে, ইন্টারনেট এই রাজ্যে চে
রয়ে গেছে। শনিবার ভোররাত
আন্তর্জাতিক গেটওয়ে দিয়ে ট্রাফিক
বাংলাদেশের কক্ষবাজারের দিয়ে
যাচ্ছে, সেখানকার সাবমেরিন
ক্যাবল ধরে ইন্টারনেট ট্রাফিক
যাচ্ছে। তবে ইন্টারনেট পরিসেবা
রকমফের এখনও বিশেষ কেউ কে
পাননি। সম্ম্যথ থেকে রাত প্রায় দশ
পর্যন্ত জিও মোবাইল নেট ক
করেনি। রাজ্যের অনেক জে
সদরেই অনলাইনে কনফারেন্স ব
যায় না। পরিসেবাদীয়া সংস্থাণ
যা পরিসেবা দেবে বলে, ত
চারভাগের একভাড় ও স্পিড দেয় ব
এই ইন্টারনেট ব্যবহার করে য
পেশায় আছেন, তারা মাঝে মাঝে
বিপদে পড়ে যান।

একলব্য মডেল স্কুলে অরাজিকতা অধ্যক্ষ ও সদস্য সচিবের পদত্যাগ চাইলেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনি
আগরতলা, ২৯ নভেম্বর
বীরচন্দ্রনগরে একলব্য মডেল স্টু
এর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সুবীর চৌ
এবং এই বিদ্যালয় পরিচালন
গঠিত সোসাইটির সদস্য সচিব সর্ব
মুড়াসিং বিদ্যালয়টিকে কামানে
বানিয়ে দোহন শুরু করেছেন বা
বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক
শিক্ষিকা এবং অভিভাবককে
অভিযোগ। তাদের বক্তৃতা
বিদ্যালয়টিকে বাঁচাতে হলেও
মানিকজোড়েক আগে তাদের
থেকে সরাতে হবে। নইলে
বিদ্যালয়টিকে বাঁচানো কষ্টে
হবে। কারণ, তাদের কাছে ও
বিদ্যালয়টি এখন কামধেনু
পরিগত হয়েছে। বিদ্যালয়
পড়াশোনা যাই হোক না কেন
মানিকজোড়ের কাছে এর চেমেন
বেশি জরুরি তাদের ব্যক্তিগত
রোজগারের প্রগতি। জানা গে
সিবিএসই পরিচালিত ২০১
সালের মাধ্যমিক এবং উচ্চ
মাধ্যমিক পরিক্ষার রিপোর্ট ক
তৈরির জন্য শিক্ষক
শিক্ষিকাদেরকে সিবিএসই ১৫
টাকা করে ফি নির্ধারণ করে। রিপো

কার্ড তৈরি হয়ে যাওয়ার পর একলব্য মডেল স্কুলের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সুবীর সেন সিবিএসই-র কাছে ১৫০০ টাকা ফিংতে এমন কিছু শিক্ষক-শিক্ষিকার নাম পাঠিয়ে দিয়েছেন যারা মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যাক্ষয় এই কাজের সঙ্গে কোনওভাবেই যুক্তই ছিলেন না। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের এহেন কাণ্ড দেখে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে যেমন চাপ্পলের সৃষ্টি হয়েছে তেমনি তারা অবাকও হয়েছেন। এ নিয়ে বিদ্যালয়ের দুই শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে হাতাহাতির উপর্যুক্ত হয়ে যায়। আরও আশচর্যের যে, এই ঘটনার পর একলব্য মডেল স্কুলের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সুবীর সেন ওই দুই শিক্ষক-শিক্ষিকাকে তার কক্ষে ডেকে নিয়ে গিয়ে রিপোর্ট কার্ড তৈরির কাজে নিয়েজিত থাকায় যে ফি পাওয়ার কথা ছিলো তা তিনি নগদে মিটিয়ে দেন। প্রশ্ন উঠেছে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এই নগদ টাকা পেলেন কোথায়? সিবিএসই যেখানে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে এই টাকা দিয়ে দেবে বলে জানিয়েছে,

সেখানে সুবীর সেন আগ বাড়িয়ে
তাদেরকে নগদে টাকা দিয়ে দিলেন
কোন হিসেব করে। এই টাকা
এলোই বা কোথা থেকে। উপজাতি
কল্যাণ দফতরের বিশ্বস্ত সুত্রের
থবর, একলব্য মডেল স্কুল
পরিচালনায় গঠিত সোসাইটির
সদস্যসচিব সমীর মুড়াসিং যাবতীয়
কাণ্ডকীর্তির প্রধান পৃষ্ঠপোষক।
সমীর মুড়াসিংয়ের সঙ্গে ভারপ্রাপ্ত
অধ্যক্ষ সুবীর সেন-র গোপন
বোৰাপড়ার ভিত্তিতেই এই জাতীয়
ঘটনা ঘটেছে এবং তাদের গোপন
সমরোচ্চাতেই সবকিছু চাপাও পড়ে
যাচ্ছে। গত ১৬ নভেম্বরের ঘটনার
পর বীরচন্দ্র একলব্য মডেল স্কুলের
শিক্ষক-শিক্ষিকারা স্কুলের পরিবেশ
অনুকূলে রাখার জন্য অবিলম্বে
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সুবীর সেনকে
অন্যত্র বদলি করার উপরও জোর
দিয়েছেন। তাদের বক্তব্য, সুবীর
সেন-র মতো শিক্ষক এখানে থাকলে
বিদ্যালয়টির উন্নতি দূরে থাক
অবনতি নিশ্চিতভাবেই হবে। একই
সঙ্গে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সুবীর সেন
এবং সোসাইটির সদস্যসচিব সমীর
মুড়াসিং-র পদত্বাগত দাবি করেছেন
শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীরা।

বিটকয়েনকে বৈধ মুদ্রা
হিসেবে স্বীকৃতি
দেওয়ার কোনও প্রস্তাব
নেই: অর্থমন্ত্রক

ରାଜ୍ୟ ହିଂସାତ୍ୱକ ସ୍ଟନାୟ ନିରପେକ୍ଷ ତଦ୍ଦତ୍ ଚେଯେ ସୁପ୍ରିମ କୋଟେ ଆବେଦନ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর। ত্রিপুরায় সাম্প্রতিক ‘সাম্প্রদায়িক ঘটনায়’ নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করে এবং রাজ্য পুলিশকে সহযোগী ভূ মিকায় অভিযুক্ত করে সুপ্রিম কোর্টে এক আইনজীবী আবেদন করেছেন। পুলিশ নিক্ষিক্তার অভিযোগও আন্ত হচ্ছে। বিচারপত্র দিওয়াট ‘ক্ষতিথস্তদের’ অভিযোগের এফআইআর নেয়ানি। আবেদনে আরও বলা হয়েছে যে, পুলিশ এবং রাজ্য প্রশাসন হিংসা থামানোর বদলে কেবল দাবি করে গেছে ত্রিপুরার কোথাও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা নেই এবং আরও দাবি করছে যে, কোনও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে হিংসাত্মক ঘটনার জন্য গ্রেফতার করা হয়েছে। পানিসাগরে ভিএইচপি’র একটি মিছিলের সম্মধনীয় প্রতিষ্ঠানে ভাঙ্গুরে অভিযোগ আছে। এই ঘটনার সবচেয়ে বেশি আলোড়ন তৈরি করেছে রাজ্য, সারা দেশে সংখ্যালঘুদের দোকানে আঙু



আগুন দেয়া হয়নি। আবেদনকারী
বলেছেন, তেহসীন পুনাওয়ালা
বনাম ভারত সরকার মামলায় দেয়া
নির্দেশ যেন পালন করা নিশ্চিত
করা হয়। সেই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট
নির্দেশ দিয়েছিল যে, পুলিশ ব্যবস্থা
না নিলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে
হবে। সেই মামলাতেই বিদেশপ্রসূত
অপরাধ আটকানো এবং ব্যবস্থা
নেয়ার নীতি-নির্দেশিকা দিয়েছিল।
ত্রিপুরা হাইকোর্টও সম্প্রতি
স্পষ্টগোদিত মামলা নিয়ে রাজ্য
সরকারকে বলেছে ক্ষতিগ্রস্তদের কী
পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দেয়া হচ্ছে, তার
হিসাব বিস্তৃতভাবে জানাতে।
উল্লেখ্য, পুলিশ বিভিন্ন সময়ে
বলেছে যে, কয়েকজনকে

লাগানোর ঘটনাও আছে। সেই
ঘটনায় এক মূল অভিযুক্ত এবং
বিজেপি যুব নেতা, কে
ভিএইচপিতেও ছিলেন, তার নামে
মামলা, তিনি এখনও গ্রেফতা
হয়েছেন বলে জানা নেই। তবে
সংবাদমাধ্যমে তিনি ফোটে
ইন্টারভিউ দিয়েছেন
বিশালগড়ে ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে
ভাঙ্গুর এবং আগুনে শব্দবাহী খা
পুড়ে যাওয়ার অভিযোগ আছে।
এইরকম আরও একধৰ্মীয়
অভিযোগ আছে। উন্নত ত্রিপুরা
সংখ্যাগুরুদের একটি ধর্মীয়
প্রতিষ্ঠানের ভাঙ্গুরে
অভিযোগও আছে।

ରାକେଶ ଟିକାଇତ । ତବେ ତିଜାନାନ, ନ୍ୟୁନତମ ସହ୍ୟକ ମୂଳ୍ୟ ଏକାଧିକ ଦାବିତେ ତାଦେର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ଥାକବେ । ଟିକାଇତ ଏବଲେନ, ‘ସରକାର ଚାଯ ଦେଶେ ଦେଖିବାକୁ କୋଣନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ନା ହେଲା’ ଏମା ଗସପି ମହିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ମରାଞ୍ଜ ବିଷୟରେ

বেহাল দশায় স্মার্ট সিটির বাধায়তীন পার্ক



নেতার বিরুদ্ধে পুলিশের রিপোর্ট

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর। ॥ প্রাক্তন সিপিএম নেতা শংকর দেবনাথ'র বিরুদ্ধে তদন্ত রিপোর্ট জমা করল এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ। দুর্জয়নগরের শংকর রাস্তায় নোংরা আবর্জনা ফেলে আসছেন। এই ঘটনায় বিধায়ক ডাঃ দিলীপ কুমার দাস পর্যন্ত সরেজমিনে তদন্ত করে কিছুই করতে পারেননি। এমনকি জেলাশাসককে জানিয়েও কোনো কাজ হ্যানি। শেষ পর্যন্ত অভিভিংশ দেবনাথ এই ঘটনায় এয়ারপোর্ট থানায় মামলা করেন। মামলার তদন্ত করেন এয়ারপোর্ট থানার এসআই শহ আলম চৌধুরী। তিনি তদন্তে নেমে দুর্জয়নগর সফর করেন। সিপিএম নেতা তথ্য প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য শংকর দেবনাথ'র বাড়ির আশপাশ এলাকা ঘুরে পুলিশও নোংরা আবর্জনা দেখতে পায়। এই নোংরা আবর্জনা ফেলে এলাকায় পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। শংকর ছাড়াও নারায়ণ দেবনাথ রাস্তায় নোংরা আবর্জনা ফেলছে। তার মধ্যে রয়েছে বাড়ি ঘরের তরল আবর্জনা। সিআরপিসির ১৩৩ এবং ১০৭ ধারায় মোহনপুর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট এর কাছে রিপোর্ট দিয়েছেন তদন্তকারী পুলিশ অফিসার। রিপোর্টে এলাকার পরিবেশ ঠিক করতে ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন করা হচ্ছে। দুর্জয়নগর প্রামটি নতুন নগর পঞ্চায়েতের অধীন। এ পঞ্চায়েতের সব সদস্যই বিজেপি দলের। আগে পঞ্চায়েতটি সিপিএমের দখলে ছিল। তখন পঞ্চায়েত সদস্য শংকর দেবনাথ বৃহ বেআইনি কাজ করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া কারফিউ চলাকালীন সরকারি নিষেধ উপেক্ষা করে শংকর এলাকায় দোকান খোলা রেখেছে। পঞ্চায়েতের সদস্য পদ শেষ হলেও শংকরের দাগটি একই রয়ে গেছে। বাড়ি ঘরের নোংরা আবর্জনা সরকারি রাস্তায় ফেলে আসছে সবসময়। যে কারণে এলাকার মানুষ এই রাস্তা দিয়ে ঠিকভাবে চলাফেরা

করতে পারেন না। পাশেই হাল্কুস
ছাড়াও সরকারি একটি বিদ্যালয়
রয়েছে। দুই স্কুলের অসংখ্য
ছাত্রাত্মী এই পথ দিয়ে প্রত্যেকদিন
আসা-যাওয়া করতে হয়। সবাই
নোংরা আবর্জনা পেরিয়ে
আসা-যাওয়া করেন। বিধায়ক
থেকে জেলা শাসকের কাছেও এ
নিয়ে অভিযোগ জানিয়ে সুরাহা
পাননি গ্রামবাসীরা। শেষ পর্যন্ত বাধা
হয়েই এলাকাবাসীরা থানায় মামলা
করেন। পুলিশ তদন্তে নেমে
হাতেনাতে প্রমাণও পেয়ে যায়।
তবুও কোনভাবেই নিতিস্থীকার
করেননি শক্রক। তিনি পাট্টা বেশি
করে আবর্জনা ফেলতে শুরু
করেছেন রাস্তায় বলে অভিযোগ
রয়েছে। এখন গ্রামবাসীরা মহকুমা
ম্যাজিস্ট্রেটের দিকে চেয়ে আছেন।
মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট যদি রাস্তায়
আবর্জনা ফেলা বন্ধ না করাতে
পারেন, তাহলে বোৰা ঘাবে
শক্রের দাপট এখনও গোটা
মহকুমায় চলছে। এমনটাই বক্তব্য
এলাকাবাসীদের।

আলাপন মামলায় রায় স্থগিত শীর্ষ আদালতে

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর ।।
আলাপনের ক্যাট-মামলায়
রায়দান স্থগিত রাখল সুপ্রিম
কোর্ট। এদিন মামলার
শুনানিতে কেন্দ্রের হয়ে
সওয়াল করেন সলিসিটর
জেনারেল তুষার মেহতা। অন্য
দিকে আলাপন বন্দোপাধ্যায়ের
হয়ে সওয়াল করেন অভিযোকে
মনু সিঞ্চিত। রায়দান স্থগিত
করার আগে সলিসিটর
জেনারেল বিচারপতি এবং
খানউল্লকর ও বিচারপতি
সিটি রবি কুমারের ডিভিশন
বেঁধকে জানান, রায়ের আগে
আলাপনের বিরুদ্ধে কোনও
পদক্ষেপ করা হবে না। এদিন
শুনানিতে তুষার মেহতা পক্ষ
তোলেন কলকাতা হাইকোর্টের
এই নির্দেশ সংজ্ঞান্ত এক্সিয়ার
নিয়ে। পাশাপাশি তাঁর সওয়াল,
হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণে রয়েছে

রাজনৈতিক রং। পাল্টা
সওয়ালে আলাপনের কেঁস্যুলি
অভিযোকে বলেন, হাইকোর্টের
পর্যবেক্ষণ মুছে ফেলার ক্ষমতা
শীর্ষ আদালতের হাতে আছে।
প্রয়োজন মনে করলে তা করা
যেতে পারে। পাশাপাশি
হাইকোর্টের ‘এক্সিয়ার’ নিয়ে
তাঁর সওয়াল, পশ্চিমবঙ্গ
ক্যাডেরের আইএএস
আধিকারিক আলাপন চিরকাল
পশ্চিমবঙ্গেই কাজ করেছেন,
তাঁর বাড়ি কলকাতায়। এমনকি,
অবসরের পরেও তিনি
কলকাতাতেই থাকছেন।
স্বভাবতই কলকাতা হাইকোর্টের
দ্বারা হয়েছে তিনি। উভয়
পক্ষের সওয়াল শুনে
বিচারপতিরা রায়দান স্থগিত
রাখেন। অবসরের ঠিক আগে
আলাপনের কার্যকালের মেয়াদ
সাময়িক বৃদ্ধি করেছিল কেন্দ্রীয়

সরকার। কিন্তু বর্ধিত সময়সীমা
পর্যন্ত কাজ করেননি আলাপন।
এ বছরের ৩১ মে, নির্দিষ্ট
দিনেই আলাপন পশ্চিমবঙ্গের
মুখ্যসচিব পদ থেকে অবসর
মেন। এরপরই তাঁর বিরচন্দে
শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে তদন্ত
শুরু করে কেন্দ্রের কর্মবর্গ
দফতর। তদন্ত খারিজের
দাবিতে ক্যাট-এর কলকাতা
বেঁধের দ্বারা হন আলাপন।
কিন্তু কোনও রায়ের আগেই
গত ২২ অক্টোবর মামলাটি
দিল্লিতে স্থানান্তরিত করা হয়।
এই স্থানান্তরের বিরচন্দে
কলকাতা হাইকোর্টে ঘান
আলাপন। মামলা স্থানান্তরের
নির্দেশ খারিজ করে দেয়।
হাইকোর্ট হাইকোর্টের সেই
রায়ের বিরচন্দে সুপ্রিম কোর্টে
যায় কেন্দ্র। তারই রায়দান
স্থগিত রাখল সর্বোচ্চ আদালত।

“কে বলেছে, কাজের জন্য লোকসভা আকষণীয় নয় !” ছয় মহিলা এমপি’র সঙ্গে ছবি পোস্ট থারুরের, শুরু বিতর্ক

ନୟାଦିପ୍ଲି, ୨୯ ନଭେମ୍ବର ।। “କେ
ବଲେଛେ, କାଜେର ଜନ୍ୟ ଲୋକସଭା
ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୟ ?” ଛୁ ମହିଳା
ସାଂସଦେର ସଙ୍ଗେ ସେଲଫି ପୋସ୍ଟ କରେ
ଏମନ୍ତି ମଞ୍ଚବ୍ୟ କରେଛିଲେ ଶଶୀ
ଥାରଙ୍ଗ । ତା ନିଯେ ବୀତିମତୋ
ତୋପେର ମୁଖେ ପଡ଼େନ ପ୍ରାକୃତ
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ।
ପରେ ଅବଶ୍ୟ କ୍ଷମା ଚେଯେ ନିଲେନ ।
ସୋମବାର ସଂସଦେର ଶୀତକାଳୀନ
ଅଧିବେଶନେ ଶୁରୁତେ ମିମି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ,
ନୁସରତ ଜାହାନ, ସୁପିଯା ସୁଲେ, ପଣ୍ଡିତ
କୌର, ଥାମିବାଚି ଥାଙ୍ଗା ପାତ୍ତିଯାନ
ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିମଗିର ସଙ୍ଗେ ସେଲଫି
ପୋସ୍ଟ କରେନ ଥାରଙ୍ଗ । ସଙ୍ଗେ ଲେଖେନ,
, ‘କେ ବଲେଛେ, କାଜେର ଜନ୍ୟ
ଲୋକସଭା ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୟ ?
ସୋମବାର ସକାଳେ ଆମାର ଛ’ଜନ
ସହକର୍ମୀର ସଙ୍ଗେ’ ମିମି, ଜ୍ୟୋତିମଗି
ସେଇ ଟୁଟ୍ଟ ରିଟୁଟ୍ଟ କରେନ । ତବେ



থার্করের সেই টুইটের জেবে বিতর্ক শুরু হয়। অনেকে দাবি করেন, মহিলাদের ‘অবজেক্টিফিকেশন’ করা হয়েছে। তাতে লিঙ্গ বৈষম্য ফুটে উঠেছে। সেই পোস্টের মহিলা কর্মশালারে প্রক্ষিতে জাতীয় মহিলা

শহরে চলছে আইন ভাঙ্গার খেলা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর। শহরে আগরতলাকে স্মার্টসিটি তৈরি করার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। বাসানো হয়েছে আত্মাধূমিক ক্ষামেরাও। কেউ যদি ট্রাফিক বিবি না মানে তার জন্য কড়া ব্যবহা গ্রহণের কথাট বলে রাখা হয়েছে দফতরের তরক থেকে। তারপরও ট্রাফিক পুলিশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলার আইন ভাঙার খেল। শহরের বিভিন্ন জায়গায় ট্রাফিক পুলিশের সামনে দিয়েই আইন লঙ্ঘন করা হচ্ছে। কিন্তু এ বিষয়ে ঝুঁটি গজগ্রাহ পুলিশ ও প্রশাসন। শহরের বিভিন্ন জায়গায় অটোর দোরায়ে নাজেহাল দেখিয়ে আইন ভাঙার খেল।

যাত্রী বিসিয়ে একদিকে যেরকমভাবে মনুষ আদায় করাচ অন্যদিকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নিরপেক্ষ হয়ে যাইসাধারণ আটোটে উঠতে হচ্ছে। যেকোনো সময় ব্যৱধানের দুর্বলতা ঘটে গেলে এই দায় কে নেবে উঠাচ্ছে সেই পুরু। প্রতিদিনই শহরের বিভিন্ন জায়গায় অটোচালকদের নৌকারায় আব্যাহত রয়েছে। ট্রাফিকের পরিমাণে উন্নীত হয়ে আসে এই পুলিশের ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত যাত্রী উঠানে হচ্ছে অভিযাগ করাচ জনসাধারণে। ট্রাফিক দফতরের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকের যাচ্ছে না দেখ। ফলে শহরের প্রাণবন্ধন যানজটের ভুক্তভোগী। ট্রাফিক দফতরের যদি জায়গ ব্যাহু প্রাপ্ত হয়ে তাহলে তা এড়ানো যাবে বলে সাধারণ নাগরিকের অভিমত।

খবরের জেরে মাদ্রাসায় ফিরলেন শিক্ষক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম, ২৯ নভেম্বর। প্রতিবাদী প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম, ২৯ নভেম্বর। প্রতিবাদী প্রতিবাদে রাজের বিভিন্ন স্থানে আন্দোলন চলছে। সোমবার করবুক মহকুমায় একই ইস্যুতে আন্দোলন হয়। এদিন তি প্রা মধ্যাব যুব প্রক্ষেপণের উদ্দোগে করবুকে বিক্ষোভ সংগঠিত হয়। পরে রাত্রি অবসরে কেবি বিক্ষেপণে উচ্চ সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। করবুক বুক সংলগ্ন মূল সড়ক তাদের বিক্ষেপণের জেরে ও স্টার অবরুদ্ধ থাকে। তারা দাবি জানিয়েছে, এই ঘটনার সাথে জড়িতদের ফিরিস শাস্তি দেয়ায় হোক। আন্দোলনের নেতৃত্বে ত্রিপুরা, চিরঞ্জিত উচ্চ। উল্লেখ্য, গত ১৯ নভেম্বর উদয় পুর টেপানিয়া পার্ক এলাকা থেকে

বিনা পরিশ্রমে বেতন গুগছিলেন। অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষ মন্ত্রীর নাম ব্যবহার করে এতিম ধরে ফিরিলেন দিয়ে চলেছিলেন শিক্ষক এরশাদ আলম। প্রতিবাদী কলম প্রতিকার খবর প্রকাশিত হওয়ার পর এরশাদ আলম তার কর্মসূলে এসে অস্তিত্বের জানান দিয়েছেন। জপ্পুজ্জিত বিদ্যালয়ে পরিশৰ্মকের অস্তগ্রহণ কর্তৃপক্ষ যদি কেন্দ্রে কোনো ছাত্রছাত্রীর আসে না তা হয় তো খুব কোনোভাবেই নিজেদের

দুর্বলতা অধীকার করতে পারবেন না। কোনো শহরে এলাকায় যদি দক্ষতর কর্তৃপক্ষ এই বিষয়টি অস্তগ্রহণ আটকেছেন তাহলে মনে করা যেত ছাত্রছাত্রীর বিশেষ কর্তৃপক্ষের অস্তগ্রহণ স্টার করে তাদের নাথেকে তাহলে সেটা তাদের ব্যৰ্থতা। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এভাবে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চলালেও দক্ষতর কর্তৃপক্ষ কোনোভাবেই নিজেদের দিয়ে দেন। এখন প্রশ্ন উঠেছে যদি কেন্দ্রে কেন্দ্রে কেন্দ্রে উপস্থিতির খাতায় ১৫ থেকে ২০ জন ছাত্রছাত্রীর নাম লেখা আছে। কিন্তু একজন ছাত্রছাত্রী নিয়মিত আসে না। যার ফলে এই অঙ্গনওয়াড়ি সেটারে পিছু রাখা হয়। মাসের মধ্যে দুটি থেকে ২৭ দিনের সেটারটি খুলেন শুধুমাত্র চাল, ডিম সরবরাহের জন্য। অভিভাবকরা আসলে তাদের হাতে চাল, ডিম

বিনা পরিশ্রমে বেতন গুগছিলেন। অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষ মন্ত্রীর নাম ব্যবহার করে এতিম ধরে ফিরিলেন দিয়ে চলেছিলেন শিক্ষক এরশাদ আলম। প্রতিবাদী কলম প্রতিকার খবর প্রকাশিত হওয়ার পর এরশাদ আলম তার কর্মসূলে এসে অস্তিত্বের জানান দিয়েছেন। জপ্পুজ্জিত বিদ্যালয়ে পরিশৰ্মকের অস্তগ্রহণ কর্তৃপক্ষের যদি কেন্দ্রে কোনো ছাত্রছাত্রীর আসে না তা হয় তো খুব কোনোভাবেই নিজেদের

বিনা পরিশ্রমে বেতন গুগছিলেন। অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষ মন্ত্রীর নাম ব্যবহার করে এতিম ধরে ফিরিলেন দিয়ে চলেছিলেন শিক্ষক এরশাদ আলম। প্রতিবাদী কলম প্রতিকার খবর প্রকাশিত হওয়ার পর এরশাদ আলম তার কর্মসূলে এসে অস্তিত্বের জানান দিয়েছেন। জপ্পুজ্জিত বিদ্যালয়ে পরিশৰ্মকের অস্তগ্রহণ কর্তৃপক্ষের যদি কেন্দ্রে কোনো ছাত্রছাত্রীর আসে না তা হয় তো খুব কোনোভাবেই নিজেদের

বিনা পরিশ্রমে বেতন গুগছিলেন। অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষ মন্ত্রীর নাম ব্যবহার করে এতিম ধরে ফিরিলেন দিয়ে চলেছিলেন শিক্ষক এরশাদ আলম। প্রতিবাদী কলম প্রতিকার খবর প্রকাশিত হওয়ার পর এরশাদ আলম তার কর্মসূলে এসে অস্তিত্বের জানান দিয়েছেন। জপ্পুজ্জিত বিদ্যালয়ে পরিশৰ্মকের অস্তগ্রহণ কর্তৃপক্ষের যদি কেন্দ্রে কোনো ছাত্রছাত্রীর আসে না তা হয় তো খুব কোনোভাবেই নিজেদের

বিনা পরিশ্রমে বেতন গুগছিলেন। অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষ মন্ত্রীর নাম ব্যবহার করে এতিম ধরে ফিরিলেন দিয়ে চলেছিলেন শিক্ষক এরশাদ আলম। প্রতিবাদী কলম প্রতিকার খবর প্রকাশিত হওয়ার পর এরশাদ আলম তার কর্মসূলে এসে অস্তিত্বের জানান দিয়েছেন। জপ্পুজ্জিত বিদ্যালয়ে পরিশৰ্মকের অস্তগ্রহণ কর্তৃপক্ষের যদি কেন্দ্রে কোনো ছাত্রছাত্রীর আসে না তা হয় তো খুব কোনোভাবেই নিজেদের

বিনা পরিশ্রমে বেতন গুগছিলেন। অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষ মন্ত্রীর নাম ব্যবহার করে এতিম ধরে ফিরিলেন দিয়ে চলেছিলেন শিক্ষক এরশাদ আলম। প্রতিবাদী কলম প্রতিকার খবর প্রকাশিত হওয়ার পর এরশাদ আলম তার কর্মসূলে এসে অস্তিত্বের জানান দিয়েছেন। জপ্পুজ্জিত বিদ্যালয়ে পরিশৰ্মকের অস্তগ্রহণ কর্তৃপক্ষের যদি কেন্দ্রে কোনো ছাত্রছাত্রীর আসে না তা হয় তো খুব কোনোভাবেই নিজেদের

বিনা পরিশ্রমে বেতন গুগছিলেন। অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষ মন্ত্রীর নাম ব্যবহার করে এতিম ধরে ফিরিলেন দিয়ে চলেছিলেন শিক্ষক এরশাদ আলম। প্রতিবাদী কলম প্রতিকার খবর প্রকাশিত হওয়ার পর এরশাদ আলম তার কর্মসূলে এসে অস্তিত্বের জানান দিয়েছেন। জপ্পুজ্জিত বিদ্যালয়ে পরিশৰ্মকের অস্তগ্রহণ কর্তৃপক্ষের যদি কেন্দ্রে কোনো ছাত্রছাত্রীর আসে না তা হয় তো খুব কোনোভাবেই নিজেদের

বিনা পরিশ্রমে বেতন গুগছিলেন। অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষ মন্ত্রীর নাম ব্যবহার করে এতিম ধরে ফিরিলেন দিয়ে চলেছিলেন শিক্ষক এরশাদ আলম। প্রতিবাদী কলম প্রতিকার খবর প্রকাশিত হওয়ার পর এরশাদ আলম তার কর্মসূলে এসে অস্তিত্বের জানান দিয়েছেন। জপ্পুজ্জিত বিদ্যালয়ে পরিশৰ্মকের অস্তগ্রহণ কর্তৃপক্ষের যদি কেন্দ্রে কোনো ছাত্রছাত্রীর আসে না তা হয় তো খুব কোনোভাবেই নিজেদের

বিনা পরিশ্রমে বেতন গুগছিলেন। অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষ মন্ত্রীর নাম ব্যবহার করে এতিম ধরে ফিরিলেন দিয়ে চলেছিলেন শিক্ষক এরশাদ আলম। প্রতিবাদী কলম প্রতিকার খবর প্রকাশিত হওয়ার পর এরশাদ আলম তার কর্মসূলে এসে অস্তিত্বের জানান দিয়েছেন। জপ্পুজ্জিত বিদ্যালয়ে পরিশৰ্মকের অস্তগ্রহণ কর্তৃপক্ষের যদি কেন্দ্রে কোনো ছাত্রছাত্রীর আসে না তা হয় তো খুব কোনোভাবেই নিজেদের

বিনা পরিশ্রমে বেতন গুগছিলেন। অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষ মন্ত্রীর নাম ব্যবহার করে এতিম ধরে ফিরিলেন দিয়ে চলেছিলেন শিক্ষক এরশাদ আলম। প্রতিবাদী কলম প্রতিকার খবর প্রকাশিত হওয়ার পর এরশাদ আলম তার কর্মসূলে এসে অস্তিত্বের জানান দিয়েছেন। জপ্পুজ্জিত বিদ্যালয়ে পরিশৰ্মকের অস্তগ্রহণ কর্তৃপক্ষের যদি কেন্দ্রে কোনো ছাত্রছাত্রীর আসে না তা হয় তো খুব কোনোভাবেই নিজেদের

বিনা পরিশ্রমে বেতন গুগছিলেন। অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষ মন্ত্রীর নাম ব্যবহার করে এতিম ধরে ফিরিলেন দিয়ে চলেছিলেন শিক্ষক এরশাদ আলম। প্রতিবাদী কলম প্রতিকার খবর প্রকাশিত হওয়ার পর এরশাদ আলম তার কর্মসূলে এসে অস্তিত্বের জানান দিয়েছেন। জপ্পুজ্জিত বিদ্যালয়ে পরিশৰ্মকের অস্তগ্রহণ কর্তৃপক্ষের যদি কেন্দ্রে কোনো ছাত্রছাত্রীর আসে না তা হয় তো খুব কোনোভাবেই নিজেদের

বিনা পরিশ্রমে বেতন গুগছিলেন। অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষ মন্ত্রীর নাম ব্যবহার করে এতিম ধরে ফিরিলেন দিয়ে চলেছিলেন শিক্ষক এরশাদ আলম। প্রতিবাদী কলম প্রতিকার খবর প্রকাশিত হওয়ার পর এরশাদ আলম তার কর্মসূলে এসে অস্তিত্বের জানান দিয়েছেন। জপ্পুজ্জিত বিদ্যালয়ে পরিশৰ্মকের অস্তগ্রহণ কর্তৃপক্ষের

তীরে এসে তরী ডুবল

নিউজিল্যান্ডকে হারাতে পারল না ভারত

কানপুর, ২৯ নভেম্বর। কানপুর টেস্টের পঞ্চম দিনে শেষ বেলায় ভারতের হাত থেকে মাঝ বাঁচিয়ে নিল নিউজিল্যান্ড। আজাজ প্যাটেল এবং বাণি বনীনের জুটির সামনে ব্যর্থ হলেন বিচলন অধিনর। শেষ টইকেটে মাচ বাঁচালেন তার। ভারতের জয়ের জন্য পঞ্চম দিনে দরকার ছিল ৯ টইকেট। প্রথম সেশনে একটি



আজ ফের শুরু তৃতীয় ডিভিশন

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া
প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯
নভেম্বর ৪ গত ২২ নভেম্বর
তৃতীয় ডিভিশনের শেষ ম্যাচটি
অনুষ্ঠিত হয়। আটদিন পর কের
শুরু হতে চলেছে তৃতীয়
ডিভিশনের অন্য ম্যাচগুলি।

আগামীকাল দুর্দল সাড়ে
বারোটাই টাউবিএসি বাম
আনন্দ ভবন-র ম্যাচটি হবে না।

দুই দলের তরফে চিঠি দিয়ে
টিএক্সএ-কে জানিয়ে দেওয়া
হয়েছে যে তারা ম্যাচটি খেলতে
পারবেন না। আনন্দিকে, দুর্দল
তাঁরাইটার মুখ্যমুখ্য হবে নাইন
বুলেটস বনার সাই সাই। এই
ম্যাচটি কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ।

ইতিমধ্যেই 'এ' গ্রুপ থেকে
ত্রিবেণী সংঘ ফাইনালে পৌছে
গিয়েছে। 'ব' গ্রুপ থেকে কারা
ফাইনালে উত্তোলে তা ঠিক হবে
এই ম্যাচে। পয়েন্টের দিক দিয়ে
সুবিধানক জীবাগয় নাইন
বুলেটস চূকে থেকে নেমে
গিয়েছে নাইন বুলেটস।

রাজেক এতিহাসিলি এই
ফুটবল ক্লাব পরের বছর মাঠে
দল নামায়নি। ফলে তাদের
তৃতীয় ডিভিশনে থেকে
হচ্ছে তবে শুধুমাত্র অংশগ্রহণ
করাই তাদের লক্ষ্য ছিল না।

তাদের খেলাতেই এটা বোঝা
যাচ্ছে। তৃতীয় ডিভিশনের
উপরে কাজ করাই ভারতীয়
দলের ক্রিকেটের বিচলন রবীন্দ্র
এবং আজাজ প্যাটেল ভারতের
বিচলে নিউজিল্যান্ডকে হারের হাত
থেকে বাঁচিয়ে দিলেন। তবে দল
বৈধভাবে শেষ দিন পর্যন্ত চৰম
উত্তেজনার মধ্যে চলেছে, তা খুশি
করেছে দ্বারিকে। খেলোয়াড়ি
ক্রিকেটের জীবনের চেষ্টা করেছে।
বিকাশের থেকে আলাদা, এই
যোগাযোগ করেন ভারতীয় দলের
কোচ। শিব কুমারের নেতৃত্বাধীন
পিচ প্রস্তুতকারক এবং মার্কমানের
মধ্যে এই টাকা ভাগ করে দেওয়া
হবে। শেষ দিনে দুই ভারতীয়

কেন

টইকেটে নিতে পারেনি রবিচন্দ্রন আশিনর। চিংড়া বাড়িয়ে
দিয়েছিলেন ভারতীয় সমর্থকদের।
কিন্তু দ্বিতীয় শেষের শুরুতেই টম
লাথাম এবং উইলিয়াম
সামৰভেলের জুটি ভেঙে দেন
উমেশ যাব। তা প্রথম করে
সামৰভেলকে ফিরিয়ে দেন তিনি।
সেই সেশনে পড়ে তিনিটি টইকেট।
চা বিরতিতে যাওয়ার সময় ১২৫
রানে চার টইকেট হারের জয়ের
অন্তর্ম কাঞ্চনের অবশিষ্ট স্বেচ্ছ
নিউজিল্যান্ড। শেষ সেশনে দরকার
ছিল ৬টি টইকেট। কেন

উইলিয়ামসনের উইকেটে নেন
অধিন অধিকারী জয়ের আশা বাড়ে
ভারতের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা স্বত্ব
অক্ষর প্যাটেল। তাঁর ফলে ৪৯
রানের সিংড় পায় ভারত। দ্বিতীয়
ইনিংসে খাইমান সাহার
করবলে অনুর্ধ্ব ১৯ দল তবে প্রথম
দিনেই বাঁকফুটে। প্রথম দিনেই এটা
নিশ্চিত হয়ে গেলো যে, ম্যাচের
ফয়সালা হচ্ছে। স্টো প্রিপুরার
অনুর্ধ্ব খাইয়ে এই বর্ষের সভাবে
কর। তবে ক্রিকেট হলো মহান
অনিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে। যখন খুশি
ম্যাচের পট পরিবর্তন হতে পারে।
তবে বর্তমান রাজা দল এটাই
সাধারণ যে সুযোগ পেলেও স্টো
কাজে লাগায়। পারবে এমন
নিশ্চিয়ত নেই। দিল্লির জামিয়া
মিয়ারা ইসলামিয়া মাঝে
সর্বেক্ষণে প্রথম দিনে প্রিপুরাকে
বাঁচাই বাবুল দে-র কাছে রিপোর্ট
করতে বলা হয়েছে। অনানিকে,
ওই দিন সাকল সাড়ে নয়টায়
অব্যাহত হয়েছে। যা অব্যাহত দিল্লিতেও।
প্রথম দিনে দুই দল ব্যাটিং লাইনাপ
নিয়ে রাজা দল নেওন জাতীয়
আসেন খেলতে নামেনি। টসে
জিতে হায়দরাবাদ প্রথমে প্রিপুরাকে
বাঁচাই করার আমন্ত্রণ জানায়।
হায়দরাবাদের দুই জোরে বোলার
ভুবনেশ্বর পুরিয়া গাড়ি হচ্ছে।
যখন খুশি ম্যাচে তার পাশে আসে
বিপর্যয়ে প্রথম দিনে তোলা প্রিপুরাকে
বাঁচাই করার জন্যে কোনো
সম্ভবতেই নেই। আবার একটি
ব্যাটিং লাইনাপ নিয়ে প্রথমে
বাঁচাই করার জন্যে কোনো
সম্ভবতেই নেই। আবার একটি
ব্যাটিং লাইনাপ নিয়ে প্রথমে
বাঁচাই করার জন্যে কোনো
সম্ভবতেই নেই।

করে নজর কাঢ়েন তিনি। প্রথম
ইনিংসে পাঁচ উইকেট নিয়েছিলেন
অধিন অধিকারী জয়ের আশা বাড়ে
ভারতের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা স্বত্ব
অক্ষর প্যাটেল। তাঁর ফলে ৪৯
রানের সিংড় পায় ভারত। দ্বিতীয়
ইনিংসে খাইমান সাহার
করবলে অনুর্ধ্ব ১৯ দল তবে প্রথম
দিনেই বাঁকফুটে। প্রথম দিনেই এটা
নিশ্চিয়ত হয়ে আসছে। যখন খুশি
ম্যাচের পট পরিবর্তন হতে পারে।
তবে বর্তমান রাজা দল এটাই
সাধারণ যে সুযোগ পেলেও স্টো
কাজে লাগায়। পারবে এমন
নিশ্চিয়ত নেই। দিল্লির জামিয়া
মিয়ারা ইসলামিয়া মাঝে
সর্বেক্ষণে প্রথম দিনে প্রিপুরাকে
বাঁচাই বাবুল দে-র কাছে রিপোর্ট
করতে বলা হয়েছে। অনানিকে,
ওই দিন সাকল সাড়ে নয়টায়
অব্যাহত হয়েছে। যা অব্যাহত দিল্লিতেও।
প্রথম দিনে দুই দল ব্যাটিং লাইনাপ
নিয়ে রাজা দল নেওন জাতীয়
আসেন খেলতে নামেনি। টসে
জিতে হায়দরাবাদ প্রথমে প্রিপুরাকে
বাঁচাই করার জন্যে কোনো
সম্ভবতেই নেই। আবার একটি
ব্যাটিং লাইনাপ নিয়ে প্রথমে
বাঁচাই করার জন্যে কোনো
সম্ভবতেই নেই।

• এরপর দুইয়ের পাতায়

অশ্বিন অখুশি হলেও পিচ দেখে খুশি দ্রাবিড় ৩৫ হাজার টাকা দিলেন পিচ নির্মাতাদের

কানপুর, ২৯ নভেম্বর। যে পিচ
নিয়ে একটি পিচে পিচে পিচে
বিচলেন দলের ক্রিকেটের বিচলন
এবং আজাজ প্যাটেল ভারতের
বিচলে নিউজিল্যান্ডকে হারের হাত
থেকে বাঁচিয়ে দিলেন। তবে দল
বৈধভাবে শেষ দিন পর্যন্ত চৰম
উত্তেজনার মধ্যে চলেছে, তা খুশি
করেছে দ্বারিকে। খেলোয়াড়ি
ক্রিকেটের জীবনের চেষ্টা করেছে।
বিকাশের থেকে আলাদা, এই
যোগাযোগ করেন ভারতীয় দলের
কোচ। শিব কুমারের নেতৃত্বাধীন
পিচ প্রস্তুতকারক এবং মার্কমানের
মধ্যে এই টাকা ভাগ করে দেওয়া
হবে। শেষ দিনে দুই ভারতীয়

বিচলে নিয়ে একটা আশাকে আশাকে

করে নিয়ে একটা আশাকে আশাকে

</div

